REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

২৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৩২শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৪৫ ইংরাজী 17th August 1938 | ১৪শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি
উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।
সত্বর দরের জন্য
পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ
প্রোঃ শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

এই জনক্ষয় জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও
নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন

৪৪ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এ।, এল-আর-সি-পি, এল-আর সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি, এস, ইত্যাদি ; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এম, চৌধুরী, আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৷০, ছোট ১৷৵০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান

ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমা
(১৯৩৬-৩৭)

২ কোটি ৮৩ লক্ষের উপর

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে
মেয়াদী বীমায় ২৩৲ আজীবন বীমায় ২০৲

চলতি বীমা…	১২	কোটি	৮৫ লক্ষের	উপর
বীমা তহবিল…	২	”	৩১ লক্ষের	”
মোট সংস্থান…	২	”	৬০ ”	”
প্রিমিয়াম আয়…	…	…	৬২ ”	”
দাবী শোধ…	১	কোটি	৪০ ”	”

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মান্দ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।
এজেন্সি—ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে।

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয় ; দেহ সতেজ হয় ; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সন্ধি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

যথাসম্ভব সুলভে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রাপ্তির ও চিকিৎসার বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
(স্থাপিত—সন ১৩৩২ সাল।)

ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রতিষ্ঠাতা ও চিকিৎসক—
কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায় বি-এ, কবিরত্ন
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৩২শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৪৫ সাল

ভিক্ষাং দেহি

মনুষ্যের জীবন ধারণের জন্য যত প্রকার বৃত্তি আছে তার মধ্যে সব চেয়ে নিকৃষ্ট বৃত্তি "ভিক্ষা"। আজ শ্রাবণের প্লাবন-পীড়িত অঞ্চলের অধিবাসিগণের অধিকাংশেরই এই বৃত্তি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। যাহারা গৃহস্থ, দু-দশ বিঘা জমি জমা নিয়ে কারো দ্বারস্থ না হ'য়ে নিজেদের শ্রমলব্ধ শস্যের দ্বারা দিনপাত করে, তাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফল ধান ও পাট আজ তাদের চোখের সামনে বন্যার অতল তলে ইঞ্চি ইঞ্চি করে ডুবে গেল। তারা সপরিবারে চোখের জলে বন্যার জল বৃদ্ধি করলো বই কমাতে পারলো না।

অন্যান্য দেশ, অন্যান্য জেলার খবর সংবাদপত্রে সকলেই পাঠ করে অনুমান করছেন, কিন্তু স্বচক্ষে যা দেখচেন তাতে মনে হয় যে প্রকৃতি দেবী যেন তাঁর প্রলয় মূর্ত্তি ধারণ ক'রে এই পৃথিবী ধ্বংসের জন্য ভয়ঙ্করী এই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছেন।

যারা পরের দোরে খেটে খায় তাদের কথা মনে করলে বুক ফেটে যায়। এক পয়সা ধার কেউ তাদের এ সময়ে দিতে সাহস করেনা, কারণ আদায় হবেনা বলে। যে সব গৃহস্থের ঘরে তারা খাটে, খাটনির উপর দাদন নিয়ে এই দুঃসময়ে অর্দ্ধাশনে দিনপাত করে, আজ সেই সব গৃহস্থ বিপন্ন।

ভাগীরথীর উভয় কূলের গ্রামগুলির মধ্যে আজ স্থল লক্ষ্য হয় না। মনে হয় "পৃথিবীতে তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল" একথা একেবারে ভুল। পৃথিবীতে যা স্থল ছিল তাও যেন সব জল হ'য়ে গেছে। ঘর বাড়ী সব ভেসে গেছে, গরু বাছুর নিয়ে, ছেলে পিলে নিয়ে কোথায় যাবে। প্রথমে ঘরের মধ্যে মাচা ক'রে বাস করতে লাগলো মনে করলো কয়েক দিনের পর জল নেমে যাবে, তখন তারা আবার দুখ মেহনৎ ক'রে অন্নের যোগাড় করবে। জল দিন দিন বেড়ে উঠলো, অনুমানের চেয়ে ঢের বেশী বেড়ে উঠলো, ঘর তো দূরের কথা গ্রামের সব চেয়ে উঁচু ঘরের মটকা শুদ্ধ ডুবলো তখন তারা যেমন ক'রে হোক কোন উচ্চতর স্থানে মুক্ত আকাশ তলে আশ্রয় নিল। নীচে জল, বিধাতা উপর হতে আরম্ভ করলেন মুষলধারে বৃষ্টি, শুধু কি তাই? যাদের "দিন খাটা দিন খাওয়া" তাদের একটী দানা নেই যে, ক্ষুধায় কাতর শিশু সন্তানগুলির মুখে কিছু দিয়ে পিতামাতার কর্ত্তব্য করে। মা কত দিন খায়নি স্তন্যে এক ফোঁটা দুধ নাই, দুগ্ধপোষ্য শিশু বারকত মায়ের বুকের শুকনো চামড়া চুষে কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হ'য়ে হয়ত ঘুমিয়ে পড়লো। এ ঘুম ভাঙবে কিনা ভগবানই জানেন। এই অবস্থা আমাদের হতভাগ্য জঙ্গিপুর মহকুমার ভাগীরথীর উভয় কূলের গ্রামে গ্রামে।

মহকুমার কর্ত্তা সাবডিবিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট সহকার হ'তে সাহায্য আনাচ্ছেন। নিজে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা আরম্ভ করেছেন, জমিদারদের অবস্থা "চাচা আপন বাঁচা" গোচের তবুও এস, ডি, ও, মহোদয় ব্যবসাদার, মহাজন ও জমিদারগণের কাছে তাঁদের সাধ্যমত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিবার জন্য কাতর নিবেদন জানাতে ত্রুটি করছেন না। যিনি যাহা সাহায্য করছেন সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তিস্বীকার রসিদ দিচ্ছেন। তাঁর হাতে যে যা পারেন দিন। নিজেদের ছেলে মেয়েদের মুখগুলি মনে করুন—আর এই সকল সর্ব্বহারাদের কচি কচি মুখগুলি দেখুন। নিজের আহার্য্য হতেও এক মুঠ তুলে দিতে একটুও দ্বিধা করা কঠিন হবে।

ভিক্ষাং দেহি! ভিক্ষাং দেহি!! ভিক্ষাং দেহি!!!

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটী

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের কথা—এই সহরে বন্যার জল প্রবেশ করা আমাদের মনে পড়ে। সন ১২৯৭ সালে সহরের মধ্যে সওদাগরী নৌকা প্রবেশ করতে আমরা দেখেছি। আর এ বৎসর এপার ওপার দুই পারেই বন্যার জল প্রবেশ ক'রে অনেক মাটীর দেওয়ালের ঘর ভূমিসাৎ করেছে। মেথর পাড়ায় সাঁতার জল। মেথরেরা চেয়ারম্যান বাহাদুরের দয়ায় মিউনিসিপ্যাল অফিসে আশ্রয় পেয়েছে। অনেক নিরাশ্রয় উঁচু রাস্তার উপর এসে ছেলে-পিলে নিয়ে অনাচ্ছাদিত স্থানে বাস করতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়ের সম্মুখস্থ রাস্তাও জলে ডুবে গিয়েছে। কারমাইকেল রোডের উপর দিয়ে স্রোত বইছে।

নিমতিতা অঞ্চলে জলপ্লাবন

জনসাধারণের দুর্গতি

নিমতিতা জঙ্গিপুর মহকুমার প্রসিদ্ধ গ্রাম। বন্যার ফলে এই গ্রামের জনসাধারণের দুর্দ্দশা চরম সীমায় পৌছিয়াছে। গ্রামের রাস্তায় কোমর জল। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ীও জলমগ্ন হইয়াছে। বন্যার ফলে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নিমতিতা ইউনিয়নের অন্তর্গত বিজয়পুর ও রামনগর গ্রাম গঙ্গার প্রবল ভাঙ্গনে নিশ্চিহ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। গ্রামের বহুলোক গৃহহীন হইয়া দারুণ দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে। গৃহপালিত পশুর দাঁড়াইবার স্থান নাই। গত ৮ই আগষ্ট ইছাপুরে একটী ৮ বৎসর বয়স্কা বালিকা জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বন্যাপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এখানে একটি বন্যা সাহায্য সমিতি গঠন করিয়া সেবাকার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এ অঞ্চলে চারিটি বন্যা সমিতি কাজ করিতেছে। ইহাদের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটী কেন্দ্রীয় সমিতিও হইয়াছে। ইহার সভাপতি নিমতিতার জমিদার, রায় বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, সহঃ সভাপতি রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ দাস ও স্থানীয় উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালীপদ মিশ্র মহাশয় সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শীঘ্রই এই অঞ্চল পরিদর্শন করিবেন। গভর্ণমেণ্ট হইতে কৃষি-ঋণ ও সাহায্য অতি শীঘ্রই বিতরিত হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জঙ্গিপুর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এতদঞ্চল পরিদর্শন করিবার সময় একদল বেকার মজুর তাঁহার নিকট কাজ চায়। স্থানীয় মজুরদিগকে নানারূপ কার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য নিমতিতা বন্যা সাহায্য সমিতি বিশেষ চেষ্টা করিতেছে।

নদীর ভাঙ্গনে পল্লীবাসী পলায়নপর

জঙ্গিপুর মহকুমায় বন্যার অবস্থা আশঙ্কাজনক। পল্লী অঞ্চলের বহুস্থান জলমগ্ন হওয়ায় পল্লীবাসীদিগের বিশেষ দুর্দ্দশা হইয়াছে। রাস্তাপথ সমস্ত জলমগ্ন; চলাচলে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। নদীর ভাঙ্গনে রামনগর ও বিজয়পুর গ্রাম নদীগর্ভে যাইতেছে। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে। নিমতিতা বন্যা সাহায্য সমিতি অবস্থা আয়ত্তে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

কয়েকটী বিড়ির কারখানা বন্ধ

ধুলিয়ান বাজারের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে। বহু বাড়ীঘর ভূমিসাৎ হইয়াছে। বহু লোক নিরাশ্রয় হইয়া পথে পথে ফিরিতেছে। ভাদুই ধান্য ও মাকই ইতিপূর্ব্বেই বন্যার জলে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তারপর শন ও পাটের যে আশা ছিল তাহাও প্লাবনের ফলে ধ্বংসপ্রায়। তরিতরকারী দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। গৃহপালিত পশুর খাদ্যাভাব। এখনও গঙ্গার জল বৃদ্ধি পাইতেছে। গঙ্গার জলের উচ্চতা ৮০ ফুট। গত বৎসর এই সময় ৪॥ ফুট কম ছিল। ধুলিয়ান বাজারটী মাত্র এখনও জলমগ্ন হয় নাই; কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। প্রায় ১ হাজার লোক বিড়ি বাঁধিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এখানকার ৪।৫টা বিড়ির বড় বড় কারখানা বন্ধ হওয়ায় তাহাদের দুর্গতির সীমা নাই।

শিক্ষাকরের প্রতিবাদ

জমিদারগণের সভা

গত ২৩শে জুলাই শনিবার সন্ধ্যায় মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর বহরমপুরস্থিত কুঠিতে শ্রীযুক্ত রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম, এল, সি বাহাদুরের সভাপতিত্বে মুর্শিদাবাদ জেলার জমিদারগণের এক সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় বহরমপুরের জমিদার মুরলীমোহন সেন মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইয়াছিল।

ঐ সভায় প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল প্রস্তাবিত শিক্ষাকর। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবিত শিক্ষাকর স্থাপনের তীব্র নিন্দা করা হয় ও যে পর্য্যন্ত দেশের তথা প্রজার আর্থিক উন্নতি না হয় ততদিন পর্য্যন্ত উক্ত শিক্ষাকর প্রবর্ত্তন স্থগিত রাখার অনুরোধ জানান হইয়াছে।

গোকর্ণ কার্ত্তিকডাঙ্গায় জনসভা

গত ২রা আগষ্ট, মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ জেলার গোকর্ণ কার্ত্তিকডাঙ্গায় একটী জন সভা হইয়া গিয়াছে। গোকর্ণ ইউনিয়নের অধীন সমস্ত গ্রামের ভদ্র ও কৃষক প্রজাগণ হাজারে হাজারে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে :—

অতিরিক্ত বর্ষণ ও বন্যার জলে নিম্নভূমিসমূহ জলে ডুবিয়া যাওয়ায় সমস্ত ধান্য পচিয়া গিয়াছে। আউশ ধান ও পাট একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দরিদ্র প্রজাগণ বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। অন্নসংস্থান করাই কঠিন সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। ঋণসালিশী বোর্ডের কল্যাণে মহাজনদের নিকট হইতে বিন্দুমাত্র সাহায্যের প্রত্যাশা নাই। এমতাবস্থায় এই সভা প্রস্তাবিত শিক্ষাকরের বিরোধিতা করিতেছে ও যাহাতে ভবিষ্যতে এতদঞ্চলে শিক্ষাকর ধার্য্য না হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে।

বাইদ্যা প্রাথমিক রাষ্ট্র সমিতি

গত ৬ই আগষ্ট জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত বাইদ্যা প্রাথমিক রাষ্ট্রীয় সমিতির এক জরুরী অধিবেশনে শিক্ষাকরের প্রতিবাদে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে :—

এই সভা বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক দেশের এই দারুণ অর্থসঙ্কটের দিনে মুর্শিদাবাদ জেলার দরিদ্র অধিবাসিগণের উপর শিক্ষাকর ধার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং এই জেলা হইতে অবিলম্বে শিক্ষাকর উঠাইয়া লইবার দাবী করিতেছে।

নূতন রাজার মুদ্রা

সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জের প্রতিচ্ছবি সম্বলিত নূতন ধরণের ভারতীয় মুদ্রা রাজকীয় অনুমোদনার্থ কয় মাস পূর্ব্বে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল, সম্রাট তাহা অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। টাকা, আধুলি, সিকি, আনি ও পয়সা সম্পর্কে এই অনুমোদন প্রদত্ত হইয়াছে, ভবিষ্যৎ প্রয়োজন অনুসারে টাঁকশালে তাহা তৈয়ারী হইবে।

ডাকাতি

কয়েক দিন হইল ভাবতা গ্রামের এক দোকানে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, দোকানদার দোকানের বিক্রীর ক্যাশ মিল করিয়া টাকা পৃথক করিয়া রাখিয়া বাড়ী যায়। তাহার বাড়ী দোকানের সংলগ্ন। তাহাদের জাগ্রত অবস্থায় দুর্ব্বৃত্তেরা দোকান ঘরের কপাট ভাঙ্গিয়া সেই টাকাগুলি লয় এবং মালিককে লোহার সিন্দুকের চাবির জন্য অল্পাধিক প্রহার করে। সে বলে যে চাবি তাহার দাদার কাছে আছে। তাহার দাদা বহরমপুর গিয়াছে। তখন দুর্ব্বৃত্তেরা পলায়ন করে। বেশী কিছু লইতে পারে নাই, কেবলমাত্র ১১৭৲ টাকা ও খানকতক কাপড় লইয়া তাহারা পলায়ন করিয়াছে।

---

৩৫ জন যাত্রীসহ খেয়া নৌকা ডুবি

বহরমপুরে ভীষণ নৌ-দুর্ঘটনা

গত ১৩ই আগষ্ট শনিবার প্রাতঃকালে খাগড়াঘাটে ৩৫ জন যাত্রীসহ একখানা খেয়া নৌকা গঙ্গা নদীতে উল্‌টাইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, নৌকাখানা যখন গঙ্গানদী পার হইতেছিল, এমন সময় প্রবল স্রোতাবর্ত্তে পড়িয়া উহা উল্‌টাইয়া যায়। সেই সময় গঙ্গাবক্ষে প্রবল ঝটিকাবর্ত্ত বহিতেছিল। একখানি ষ্টিমার মাত্র ৬ জন যাত্রীকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছে। অপরাপর যাত্রীদিগের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

ঋণশালিসী বোর্ড ও দেশের অবস্থা

ঋণ-শালিসী বোর্ডে প্রজার হিতসাধিত হওয়া দূরে থাকুক, সর্ব্বনাশই হইতেছে। শুধু দরিদ্র প্রজাই নহে, মধ্যবিত্তশ্রেণীও মরিতে বসিয়াছে। রাজ্যে, সমাজে ঋণ-দাতা না থাকিলে রাজ্য বা সমাজ চলে না। প্রজা বা সাধারণ জনগণের হিতসাধনকল্পে এমন ঋণ-শালিসী বোর্ড স্থাপিত হইল, যাহাতে ঋণী ও মহাজন উভয়েই মরিল। এখন বন্যায় বঙ্গদেশ ভাসিয়া গেল। পাট, শন, আউস ধান, শাকসজ্‌, তরী তরকারী সব নষ্ট হইয়া গেল। ঘর বাড়ী পড়িল, হালের গরু মরিল,। গরীব দুঃখী না খাইয়া মরিতে বসিয়াছে. ক্ষুধার জ্বালায়, বিপদের তাড়নায় তাহারা মহাজনদিগের দ্বারে গিয়া হাত পাতিল; অর্থ, সামর্থ্য সাহায্য পাইল না। মহাজন বলিল গহনা গাঁটী, ঘটী, বাটী বাঁধা রাখ টাকা পাইবে, জমি জায়গা বাঁধা রাখিব না, হ্যাণ্ডনোটে বা বিশ্বাসে আর টাকা পাইবে না। তাই দলে দলে অনাহারী পূর্ব্ববঙ্গের বালক-বৃন্দ, মুসলমান চাষী সরকারী হাকিমদের বাসায় বা আদালতে ছুটিয়া অন্ন ভিক্ষা দানের প্রার্থনা জানাইতেছে। ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জে এরূপ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, দিকে দিকে অন্যত্রও হইতেছে। ক্ষুধাতুরগণ ঘর বাড়ী ছাড়িয়া আপনাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য চারিদিকে ছুটিতেছে, তাহাদের পশুগুলা না খাইয়া ঘরে ঘরে মরিতেছে। মহাজনও ভীত হইতেছে তাহার নিজেকে সামলাইয়া লইতে। পূর্ব্ববঙ্গে বন্যায় ময়মনসিংহ, পাবনা, রাজসাহী, ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা যশোহর, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, মুর্শিদাবাদ ও আসামের নানাস্থানে অল্প বিস্তর বন্যাতেও অধিবাসীবৃন্দের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। মুখের অন্ন বন্যায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। উদরে অন্ন না থাকিলে লোকের কি পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, হিংসা অহিংসা ও নীতিজ্ঞান থাকে? যাহাদের উদর জ্বলে তাহারাই জানে কি ভীষণ ও বিষম সে জ্বালা! তাই তাহারা সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে দয়ার আধার, ধর্ম্মাধিষ্ঠান জানিয়া তাঁহাদিগের নিকট ক্ষুধার বেদনা জানাইতে ছুটিতেছে। কিন্তু সরকার কয়দিন তাহাদিগের অন্ন যোগাইতে পারেন? এই জন্য চাই ঋণদাতা! ঋণদাতাকে বাঁচাইয়া রাখাও রাজকর্ত্তব্য, ঋণদাতাই জনসাধারণের অসময়ের বন্ধু। ঋণদাতা ভিন্ন এই ভীষণ দুঃসময়ে কে রক্ষা করিবে? উদর শুধু বসিয়া খায়না। হস্তপদ মস্তিষ্কের শক্তি দানের উপরই প্রধান অবলম্বন। একদেশদর্শী হইলে চলিবে না। জনসাধারণ কৃষক প্রজাকে বাঁচাইতে হইলে এখনই ঋণশালিসী বোর্ড উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রজাসাধারণের হিতকল্পে বিশেষ বা সাধারণ বিধি প্রণয়ন করিয়া দেওয়ানী আদালতের বিচার্য্য বিষয়ীভূত করিলে বরং তাহাদের হিতসাধন হইতে পারে।

ঋণশালিসী বোর্ডের বিচার দেখিয়া ঋণদাতা মহাজনগণ আপনার গালে চড় মারিয়া সাবধান হইতেছে। আইনকর্ত্তাগণ এখন ভাবুন কেমন করিয়া এই দুঃসময়ে প্রজাসাধারণকে রক্ষা করা যায়।

"মেদিনীপুর হিতৈষী"

প্রাপ্ত পত্র

মুর্শিদাবাদ জেলার অধীন জঙ্গিপুর মহকুমার সমসেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত ৩নং ইমামনগর ইউনিয়ন বোর্ডের সমস্ত গ্রাম বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। বহু ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়া মানুষ ও গরু ছাগল গৃহহীন হইয়াছে। শন পাট ও আউস ধান্য ইত্যাদি একেবারেই নষ্ট হইয়াছে। শতকরা ৯৫ জন কৃষক ও মজুর খাদ্যাভাবে শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। দেশে কলেরা, টায়ফয়েড প্রভৃতি পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অবিলম্বে খাদ্যের ব্যবস্থা না করিলে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

সুতরাং দেশবাসীর নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে অবিলম্বে ইহার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যথোচিত সাহায্য প্রদান করিলে অনুগৃহীত হইব। নিবেদন ইতি—

শ্রীলহবরী বিশ্বাস
চেয়ারম্যান, বন্যা রিলিফ কমিটী
সাং নয়নসুখ, পোঃ অর্জ্জুনপুর
জেলা মুর্শিদাবাদ।

নীলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।

নীলামের দিন ২০শে আগষ্ট ১৯৩৮।

৪১২ রেহান ডিঃ শিবদাস সরকার দীং দেং রামকৃষ্ণ বিশ্বাস দাবি ২০৭॥৵৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে খাটুয়া ৬-১৩ শতকের কাত ৭৵০ তন্মধ্যে ৭৬ শতকের কাত হারাহারী মতে ৬৵৬ আঃ ১০৲ খং ৫২৫ রায়ত স্থিতিবান ২নং লাট ঐ মৌজাদিতে ১-৬৫ শতকের কাত ২৷৵৮ তন্মধ্যে ৮২ শতকের কাত ১৷/৩ আঃ ১০৲ খং ৬৩৭ রায়ত মোকররী ৩নং লাট ঐ মৌজাদিতে ৮৫ শতকের কাত ৭॥৶৩ তন্মধ্যে ৪২ শতকের কাত হারাহারী মতে ৪৬/৭॥ আঃ ৫৲ খং ১৬৯ রায়ত স্থিতিবান

১১ মর্ন ডিঃ রসরাজ দত্ত দেং সাদেমান সেখ দিং দাবি ১৭৫৷/৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কানুপুর ২-৫ শতকের কাত ৬৷৶৫ আঃ ২০৲ খং ৪৩০

২২০ মর্গেজ ডিঃ প্রভাতকুমার চৌধুরী দিং দেং রাধামোহন মজুমদার দিং দাবি ৬২০৷/৬ থানা সুতী মৌজে জগতাই পূর্ব্বে ১৪৷১॥০ বিঘার কাত ১১৬০ ছিল এক্ষণে সেটেলমেণ্টে ৩-২৮ শতকের কাত ৮.২ হইয়াছে আঃ ১০০৲ মোকররী স্বত্ব ২নং লাট থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে সেরপুর ৪/১॥০ বিঘার কাত ২৬/১০ আঃ ৫০৲ রায়ত স্থিতিবান ৩নং লাট থানা সুতী মৌজে ইংলিশ ৬/০ বিঘার কাত ৩৲ আঃ ১০০৲ মোকররী স্বত্ব।

চৌকী জঙ্গিপুর প্রথম মুনসেফী আদালত

নীলামের দিন ২২শে আগষ্ট ১৯৩৮

১৮৮ মর্গেজ ডিঃ হাসিমুদ্দিন ওরফে আলতাব উদ্দীন বিশ্বাস দেং নজর আলি মণ্ডল দীং দাবি ২৩৯৬/০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ভাবকী কাজিমাটী সিকমী তালুক ৭।৪ বিঘার কাত ৭॥১৩ তন্মধ্যে ১।৪ বিঘার কাত ১/০ আঃ ২৫৲ খং ৬৭ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে ভাবকী কাজিমাটী হাসানপুর ১/১ বিঘার কাত ১৲ আঃ ২৫৲ খং ৫৩

২৩৭ মর্গেজ ডিঃ ফণিভূষণ সাহা দেং এমাজুদ্দিন বিশ্বাস দাবি ২৪০৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বিশ্বনাথপুর ৩৬৩॥ বিঘার কাত ৪৬৵৬ আঃ ৮০৲ রায়ত স্থিতিবান ২নং লাট ঐ মৌজাদিতে ১/২৷০ বিঘার কাত ১৷৶৩ আঃ ২০৲ ঐ স্বত্ব ৩নং লাট ঐ মৌজাদিতে ৩/০ বিঘার কাত ৪॥০ তন্মধ্যে ১॥০ বিঘার কাত হারাহারী মতে ২৷০ আঃ ৩০৲ ঐ স্বত্ব

সস্তায় রবার ষ্ট্যাম্প

সকল প্রকার রবার ষ্ট্যাম্প এক সপ্তাহ মধ্যে সরবরাহ করা হয়। সমস্ত ষ্ট্যাম্পই কলিকাতায় প্রস্তুত এবং কলিকাতার অন্যান্য কারখানা অপেক্ষা জিনিষ ভাল অথচ দামে সস্তা। রবারের পকেট প্রেস, ডেটিং ষ্ট্যাম্প, সেল্‌ফ ইঙ্কিং প্যাড ও কালী সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রাপ্তিস্থান—"পণ্ডিত-প্রেস"
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সকল রকম
গ্রামোফোন মেসিন
রেকর্ড ও নানাবিধ সরঞ্জাম পাওয়া যায়।

ডি, পি, গাঙ্গুলী
জঙ্গিপুর এজেন্সী
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী।

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা

(আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তুর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৶১০ সাড়ে তিন আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়"
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ।)

শুভ সংবাদ! শুভ সংবাদ!!

রঘুনাথগঞ্জ নিউজ ষ্টল।

এখানে মাসিক বসুমতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, মাসিক মোহম্মদী, বেঙ্গল বিজিনেস গেজেট, ছোটদের সকল রকম মাসিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক ও দৈনিক বাঙ্গলা ইংরাজী খবরের কাগজাদি কলিকাতার দরে বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিনীত—শ্রীশিবশঙ্কর মণ্ডল
রঘুনাথগঞ্জ নিউজ-পেপার এজেণ্ট
(স্থান—দেশবন্ধু পাঠাগার) মুর্শিদাবাদ।

সস্তায় সাইকেলের সরঞ্জাম।

টায়ার, টিউব ও অন্যান্য পার্টস বাজার অপেক্ষা সুলভে পাইবেন। পরীক্ষা করুন।

শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়,
"সুলভ ভাণ্ডার"—রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপটী।

টসের চা

তারা বার্লী

আমাদের বিশেষত্ব।

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেসিনে এবং সেই শক্তিবান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি পি, বসু মহাশয়ের চাক্ষুষ ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারই একমাত্র বিজ্ঞ কর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে, সি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত পৃষ্ঠ নহে।

টি, পি, বসু এণ্ড কোম্পানী লিঃ
তারা ভিটামুড ফ্যাক্টরী
পোঃ বাগবাজার কলিকাতা
BLOCK BY D. P. NATH & BROS. 2 BOW BAZAR ST.

বেঙ্গল হোমিও
কেমিকেল ওয়ার্কস

এখানে মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া জানুন।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর !

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুনকা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমুল প্রভৃতি যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ডজন ১০৲ মাত্র।

দামোদর সুধা

ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মার জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়। মূল্য ৷৵০ প্লীহার মালিষ সমেত ১৲

ভাইট্যালী—জীবনীশক্তিবর্দ্ধক !

ইহা সেবনে—প্রমেহজনিত স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মাথাঘোরা, শারীরিক শীর্ণতা, অম্ল, অজীর্ণ, প্রস্রাবের দোষ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, অর্শ, এবং স্ত্রীলোকদিগের বাধক, শ্বেত ও রক্তপ্রদর এবং সূতিকা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। মূল্য ১৲ মাত্র। কলিকাতায় এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং এজেণ্ট আছেন।

প্রাপ্তিস্থান **ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্**
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

পত্র লিখিলে একটী গঙ্গাদেবী অবতরণের সুন্দর ছবিসহ ১৩৪৫ সালের ক্যালেণ্ডার পাইবেন।

হোমিও ঔষধ ! হোমিও ঔষধ !!

সস্তায় বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারাণ্টি।

সাধারণ শক্তি (potency) ৩, ৬, ৩০ প্রতি ড্রাম ৵০, ২০০ প্রতি ড্রাম ৵৫ মাত্র।
উৎকৃষ্ট সুগার, গ্লোবিউল, কর্ক, শিশি ইত্যাদি বিক্রয় হয়। প্রতি টাকায় ৵০ কমিশন বাদ

প্রাপ্তিস্থান—অটলবিহারী-শাখা-ঔষধালয়।
ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাস (হোমিওপ্যাথ) রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপটি, (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মশক বাহনে মৃত্যু আসিবার পূর্ব্বে—

তাহার সহচর—ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ও প্লীহাযকৃৎ বিকৃতি জন্য অবিরাম জ্বরের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য সদ্যঃফলপ্রদ
'পল্টন' মার্কা পাচন
সেবন করুন।

৫০ বৎসরাধিক অভিজ্ঞতায় প্রস্তুত 'পল্টন' মার্কা পাচন মৃতপ্রায় জ্বররোগিকে নিরাময় করে।

প্রতি বোতল ৷০ আনা।
ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

সি, কে, সেন এণ্ড
— কোম্পানী লিমিটেড —
২৯, কলুটোলা - কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ.
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ:—শ্যামবাজার (মার্কেট) কলিকাতা * ২১৩ বৌবাজার (কলিকাতা) ৬৭।৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড (বড়বাজার) কলিকাতা * চট্টগ্রাম * জমসেদপুর (সাকচী হাইওয়ে) বিহার * তিনসুকিয়া (আসাম) * গৌহাটী (আসাম) * দিনাজপুর * পাটনা (বিহার) * পাটুয়াটুলী (ঢাকা) * বগুড়া * বর্দ্ধমান * ভাগলপুর (বিহার) * মানিকগঞ্জ * মেদিনীপুর রেঙ্গুন (২০২ লুইস ষ্ট্রীট) ব্রহ্মদেশ * লাহোর (পাঞ্জাব) * সিঙ্গাপুর (মালয় দেশ)।
লণ্ডন এজেন্সি—হাই-হলবরণ * কলম্বো (সিলোন)।

সর্ব্ববিধ ঔষধ বিশুদ্ধভাবে ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রমতে আমার নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইতেছে। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। বিস্তারিত অবস্থা জানাইলে যত্নের সহিত উপযুক্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ * বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ সের ৩৲
শুক্রসঞ্জীবন সের ১৬৲ * অবলাবান্ধব যোগ ১৬ মাত্রা ২৲